জীবিকার খোঁজে

'কিতাবুল কাস্‌ব' গ্রন্থের অনুবাদ

মূল:

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি رحمه الله

[ইমাম আবূ হানীফা رحمه الله-এর অন্যতম প্রধান ছাত্র ও ইমাম শাফিয়ি رحمه الله-এর শিক্ষক]

(মৃত্যু: ১৮৯ হি./ ৮০৪ খ্রি.)

গ্রন্থনা ও ব্যাখ্যা:

শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সি رحمه الله

['আল-মাবসূত' প্রণেতা]

(মৃত্যু: ৪৯০ হি./ ১০৯৭ খ্রি.)

trustbn.wordpress.com

সম্পাদনা ও উৎসনির্দেশ:

আবদুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ رحمه الله

অনুবাদ:

জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল বায়ান

Maktabatul Bayan

জীবিকার খোঁজে

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৯

ISBN: 978-984-8041-28-4
প্রথম বাংলা সংস্করণ:
২১ জুমাদাস সানী, ১৪৪০/ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

অনলাইন পরিবেশক:
• রকমারি.কম • ওয়াফি লাইফ
• কিতাবঘর.কম • এহসান বুকশপ

মূল্য: ২৫০ টাকা

استئمانيا
trust
trustbn.wordpress.com

মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan/

Jibikar Khoje (In Pursuit of Livelihood) being a Translation of *Kitāb al-Kasb* of Imām Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī translated into Bangla by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2019.

"শয়তান বলে—সম্পদশালী ব্যক্তি আমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে না; তাকে তিনটি অবস্থার যে-কোনও একটির মুখোমুখি হতেই হবে: (১) হয় আমি তার চোখের সামনে সম্পদকে সুশোভিত করে দেখাব, ফলে সে তা অবৈধ পন্থায় অর্জন করবে; অথবা (২) সম্পদকে আমি তার চোখে তুচ্ছ করে দেখাব, ফলে সে তা অবৈধ পথে খরচ করবে; নতুবা (৩) সম্পদকে আমি তার কাছে প্রিয় করে তুলব, ফলে ওই সম্পদে আল্লাহ তাআলার যে অধিকার আছে, তা পরিশোধ করা থেকে সে বিরত থাকবে।" (পৃ. ৭০)

"রশি-নির্মাতা, মৃৎশিল্পী বা কুমার, তাঁতি, দর্জি ও পোশাক-শ্রমিক—তাদের সকলের জীবিকা-অন্বেষার মধ্যে ভালো কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করার অর্থ বিদ্যমান রয়েছে; কারণ ... সালাত আদায় করতে গেলে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতে হয়, আর তাঁতি, দর্জি ও পোশাক-শ্রমিকের কাজ ছাড়া বস্ত্র পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বোঝা গেল, উপরিউক্ত সকল কাজের মধ্যেই আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদানের তাৎপর্য বিদ্যমান রয়েছে।" (পৃ. ৭০–৭১)

"'ঈমানের পর সর্বোত্তম কাজ কোনটি?'—একব্যক্তি আবূ যার ﷺ-কে এ প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বলেন, 'সালাত আদায় করা ও রুটি খাওয়া।' জবাব শুনে লোকটি তাঁর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকায়। তখন তিনি (এর ব্যাখ্যা দিয়ে) বলেন, 'রুটি না হলে তো আল্লাহ তাআলার দাসত্ব করা যায় না!'" (পৃ. ৭১)

"দেহসত্তাকে ক্ষুধার্ত রাখাই হলো একে পরিতৃপ্ত করা, আর দেহকে পরিতৃপ্ত করার মানে হলো একে ক্ষুধার্ত করে তোলা। অর্থাৎ, দেহ যখন ক্ষুধার্ত হয়ে খাবারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, তখন সে সকল পাপাচারের ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে যায়; আর যখন খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়, তখন সে সকল পাপাচারের ব্যাপারে ক্ষুধার্ত ও উদগ্রীব হয়ে ওঠে।" (পৃ. ১১১)

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা ১১
গ্রন্থকার পরিচিতি ১৫
বহুল ব্যবহৃত চিহ্ন ১৯
শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সি ﵀-এর ভূমিকা ২০
জীবিকার খোঁজে ২১
উপার্জনের অর্থ ২২
উপার্জনের বিধান ও মহত্ত্ব ২৩
জীবিকা অনুসন্ধান: রাসূলগণের অনুসৃত পথ ২৫
উপার্জনের প্রকারভেদ ও বিধান ২৮
হালাল উপার্জনের বৈধতা ও কিছু সুফি'র বিচ্ছিন্ন মত ২৮
উপার্জন-বিরোধীদের দলিল ২৯
উপার্জনের বৈধতার দলিল-প্রমাণ ৩৩
উপার্জনের নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গে কিছু সুফির সংশয় নিরসন ৩৫
কার্যকারণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় ৩৮
যেটুকু জীবিকা একান্ত জরুরি, ততটুকু জীবিকা উপার্জন করা ফরজ ৪০
কার্‌রামিয়্যা সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্ন মত ৪০
প্রয়োজন অনুপাতে জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক হওয়ার দলিল ও বিরোধীদের সংশয় নিরসন ৪২
কোনটি উত্তম: জীবিকা-অন্বেষায় ব্যস্ততা, নাকি উপাসনার জন্য অবসর? ৪৫
দারিদ্র্য, নাকি প্রাচুর্য: কোনটি মহত্ত্বর? ৪৮
প্রাচুর্যের মহত্ত্ব ৪৮
দারিদ্র্যের মহত্ত্ব ৫২
কোনটি উত্তম: প্রাচুর্যের মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, নাকি দারিদ্র্যে ধৈর্যধারণ? ৫৬
জীবিকা-অন্বেষার বিভিন্ন স্তর ও বিধান ৬২

জমানোর উদ্দেশে উপার্জন বৈধ, তবে তা থেকে বিরত থাকা অধিক নিরাপদ ৬৮
জীবিকা-অন্বেষার মধ্যে ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা বিদ্যমান ৭০
তুচ্ছ কাজের মাধ্যমেও জীবিকা উপার্জন করা বৈধ ৭১
উপার্জনের প্রকারভেদ ৭৩
সকল চাষাবাদ নিন্দনীয় নয় ৭৩
চাষাবাদ, না ব্যাবসা: কোনটি উত্তম? ৭৫
জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা ৭৭
মানুষের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার আবশ্যকতা ৭৮
জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৮২
যেসব জ্ঞান প্রকাশ করা জরুরি, আর যা জরুরি নয় ৮৩
ব্যক্তিগত ফরজ ও সামষ্টিক ফরজ ৮৬
মানুষের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া সামষ্টিক ফরজ ৮৬
মহত্ত্বপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়াদি প্রচার করাও ফরজ ৮৭
সব জ্ঞান প্রকাশ করা যখন জরুরি ৮৮
মানুষের জীবনধারণের জন্য যেসব বিষয় আবশ্যক ৯০
বাহ্যিক কার্যকারণের সঙ্গে মানুষের জীবনকে জুড়ে দেওয়ার নেপথ্য প্রজ্ঞা ৯১
হালাল উপার্জন ভালো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার নামান্তর ৯২
অর্থসম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গ ৯৪
খাবার ও পানীয় ৯৪
লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ৯৫
পানি সরবরাহের জন্য পাত্রের আবশ্যকতা ৯৬
পানাহার ও বিশ্রাম থেকে দূরে থাকার বিভীষিকা ৯৬
খাবার নষ্ট ও অপচয় করা হারাম ৯৮
খাবার অপচয়ের প্রকারভেদ ১০০
আত্মপ্রদর্শনী, অহঙ্কার ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা হারাম ১০৩
পোশাক-পরিচ্ছদে অপচয় ও মধ্যপন্থা ১০৫
সব সময় ক্ষুধামুক্ত থাকা নিন্দনীয় ১০৭
সঠিক কারণ ছাড়া অভুক্ত থাকা অপছন্দনীয় ১০৮
অভাবী মানুষকে খাবার দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ১১১
উপার্জনে অক্ষম হলে, নিরুপায় অবস্থায় মানুষের কাছে চাওয়ার আবশ্যকতা ১১৫

গ্রহীতার চেয়ে দাতা উত্তম: একটি বিশ্লেষণ ১১৮
অর্থসম্পদ খরচের মাধ্যমে মুমিন সাওয়াব লাভ করে ১২৬
অর্থসম্পদ খরচের দরুন সাওয়াব ও হিসাব এবং ভর্ৎসনা ও শাস্তি: কোনটি কখন? ১২৭
কাজকর্মের প্রকারভেদ ১৩৭
রেশমি কাপড় পরিধান নিন্দনীয় ও যুদ্ধক্ষেত্রে বিষয়টি শিথিল ১৪৯
মাসজিদে কারুকাজের বিধান ১৫২
সুন্দর পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করা বৈধ ১৫৬
হারাম বর্জন ও ফরজসমূহ পালন সাপেক্ষে বিলাসিতায় ছাড় ১৫৯

trust
trustbn.wordpress.com

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর জীবনোপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছেন।[১] আল্লাহ তাআলার অশেষ করুণা বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, যিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে মৌলিক সকল বিষয়ে দিক্‌নির্দেশনা প্রদানের অংশ হিসেবে, জীবন-জীবিকার আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ পথনির্দেশনা দিয়েছেন! করুণা বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ, সকল সাহাবি ﷺ ও তাঁদের অনুসারীদের উপর!

জীবিকা হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম বড় পার্থক্য—স্রষ্টা জীবিকার উর্ধ্বে, অন্যদিকে সৃষ্টিমাত্রই জীবিকার মুখাপেক্ষী। তাই ঈসা ﷺ ও তাঁর মা মারইয়াম ﷺ-কে জড়িয়ে খ্রিষ্টানরা যে ত্রিত্ববাদের (Trinity) ধারণা সৃষ্টি করে নিয়েছে, তা নাকচ করার জন্য কুরআন শুধু এটুকু উল্লেখ করেছে—"তাঁরা উভয়েই খাবার খেতেন।"[২] অর্থাৎ, যে সত্তা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য খাবারের মুখাপেক্ষী, সে কিছুতেই স্রষ্টা হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির জীবিকা-দাতা; কিন্তু বিষয়টির মানে এই নয় যে, মানুষ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ না করে চুপচাপ বসে থাকবে, আর জীবিকা তার সামনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসবে। বিষয়টির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এসেছে নবি ﷺ-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যে:

> "তোমরা যদি আল্লাহর উপর সঠিকভাবে তাওয়াক্কুল বা ভরসা করতে, তা হলে তিনি তোমাদের সেভাবে জীবনোপকরণ দিতেন, যেভাবে তিনি পাখিদের দিয়ে থাকেন: এরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় সকালবেলা (বাসা থেকে) বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে ভরাপেটে।"[৩]

উপরিউক্ত হাদীসে পাখির কর্মপদ্ধতিকে সঠিক তাওয়াক্কুলের একটি উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে; পাখিরা বাসায় নিষ্কর্মার মতো বসে না থেকে, তার রবের পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত জীবিকার সন্ধানে নেমে পড়ে।

মানুষকে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত করে রাখে যে জিনিসটি, তা হলো জীবিকা-অনুসন্ধান। একদল লোক জীবিকার পেছনে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার কর্মজীবনে বৈধ-অবৈধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়ারের

---

[১] দেখুন: সূরা হূদ ১১:৬।

[২] সূরা আল-মাইদাহ্ ৫:৭৫।

[৩] তিরমিযি, ২৩৪৪, হাসান সহীহ।

বেঁচে-থাকা ও তাদের বেঁচে-থাকার মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। আর যারা পরকালে নিজেদের রবের সামনে জবাবদিহির কথা স্মরণে রাখে, তাদেরও একটি বিরাট অংশ বৈধ জীবিকার পেছনে এত সময় ব্যয় করে যে, পরকালের পর্যাপ্ত পাথেয় সংগ্রহ করার সময় আর তাদের হয়ে ওঠে না।[১] এদের বিপরীতে রয়েছে আরেকটি প্রান্তিক দল, অলসতাই যাদের ধর্ম, কারণে-অকারণে মানুষের কাছে হাত-পাতাই যাদের স্বভাব; আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের ভুল ব্যাখ্যা করে তারা বেছে নেয় বৈরাগ্যবাদী নীতি। ঠিক এ ধরনের কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, উমার ﷺ জানতে চান, 'এরা কারা?' বলা হয়, 'এরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী।' তিনি বলেন,

> 'না, এরা কিছুতেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী নয়, এরা বরং বসে-বসে খাওয়ার লোক—এরা মানুষের সম্পদ খাচ্ছে! আমি কি তোমাদের বলব না, প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী কে?'

বলা হয়, 'হ্যাঁ!' তখন তিনি বলেন,

> 'প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী হলো ওই ব্যক্তি, যে জমিনে বীজ বপন করার পর তার মহান রবের উপর তাওয়াক্কুল করে।'

অপর এক বর্ণনায় আছে, এরপর তিনি বলেন,

> "ওহে ইবাদাতকারীরা! মাথা ওঠাও এবং নিজেদের জীবিকা নিজেরা উপার্জন করো।"[২]

জীবিকা-অনুসন্ধানের ভারসাম্যপূর্ণ পথ কোনটি—অর্থশাস্ত্রের এ মৌলিক প্রশ্নের উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌নির্দেশনা পাওয়া যায় আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণের বিভিন্ন বক্তব্যে। সেসব দিক্‌নির্দেশনার ভিত্তিতে ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে 'আল কাস্‌ব (জীবিকা উপার্জন)' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সময়কাল বিবেচনায় এটিকে ইসলামের ব্যষ্টিক অর্থনীতির (microeconomics) প্রাচীনতম সুগ্রথিত গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অর্থশাস্ত্রের আরেকটি বড় ভাগের নাম হলো সামষ্টিক অর্থনীতি (macroeconomics), যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের কার্যাবলি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সুগ্রথিত গ্রন্থ রচনা

---

[১] অথচ আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "আল্লাহর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলো! আর প্রত্যেকে যেন সজাগ দৃষ্টি রাখে—সামনের দিনগুলোর জন্য সে অগ্রিম কী কী পাঠিয়েছে। আল্লাহর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলো, আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর রাখছেন। তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে যায়, ফলে তিনি তাদের আত্মভোলা বানিয়ে দেন, (আর) তারাই পাপাচারে লিপ্ত হতে থাকে।" (সূরা আল-হাশর ৫৯:১৮–১৯)

[২] কান্‌যুল উম্মাল, ৪/১২৯।

করেছেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম ﵀। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল আমওয়াল'।

জীবিকার পেছনে আমাদের নির্ঘুম নিরন্তর ছুটে চলার মুখে কিছুটা লাগাম পরিয়ে, তাকে পরকালের স্থায়ী জীবনমুখী করার লক্ষ্যে, ইমাম মুহাম্মাদ ﵀-এর রচিত 'কিতাবুল কাস্‌ব' গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদে এর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে **'জীবিকার খোঁজে'**।

গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা করেছেন ইসলামি আইনশাস্ত্রের আরেক বিস্ময়কর প্রতিভা শামসুল আইম্মা আবূ বাকর সারাখ্‌সি ﵀, যিনি তিরিশ খণ্ডে মুদ্রিত 'আল-মাবসূত' নামক আইনের বিশ্বকোষ রচনা করে, আইনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

হাল আমলে এ গ্রন্থটি সিরীয় বিদ্বান আবদুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্ ﵀-এর বিস্তৃত টীকা-সহ বৈরুতের দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যা থেকে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তারও এক যুগ আগে, ১৯৮৬ সালে মাহমুদ আরনূসের টীকা-সহ এ গ্রন্থটির একটি সংস্করণ বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমান অনুবাদ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে দারুল বাশাইর সংস্করণটিকে মূল হিসেবে সামনে রাখা হয়েছে। কোথাও পাঠগত সমস্যা দেখা দিলে, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ ﵀ এমন এক যুগের বিদ্বান, যে যুগে ইমাম মালিক ﵀-এর 'আল-মুওয়াত্তা' ছাড়া বর্তমানে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অন্য কোনও হাদীসগ্রন্থ গ্রন্থাকারে সংকলনের কাজ শুরুই হয়নি; তাই ওই যুগে রচিত গ্রন্থাবলির একটি সাধারণ রীতি হলো—সেখানে কোনও হাদীসগ্রন্থের উদ্ধৃতি থাকে না, এর পরিবর্তে থাকে লেখকের নিজস্ব সনদ, আবার কখনও কখনও সনদ উল্লেখ না করে মূল বক্তব্যটুকুই উল্লেখ করা হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ ﵀-এর বিভিন্ন রচনায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব হাদীস পরবর্তী পর্যায়ে রচিত বিশুদ্ধ হাদীস-গ্রন্থাবলিতে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে—কখনও তা হুবহু শব্দে শব্দে, কখনও কাছাকাছি শব্দ-সমৃদ্ধ, আবার কখনও কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক।

'কিতাবুল কাস্‌ব' গ্রন্থে যেসব হাদীস ও আসার উল্লেখ করা হয়েছে, আবূ গুদ্দাহ্ ﵀ পাদটীকায় সেসব হাদীসের উৎস-নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থাবলির কোন অধ্যায়ের কোন পরিচ্ছেদে সেটি স্থান পেয়েছে,

তা উল্লেখ করার পাশাপাশি হাদীসের মূলপাঠটিও তুলে ধরেছেন। তারপর ওই হাদীসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে হাদীসবিশেষজ্ঞগণ কে কী বলেছেন, সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এসব বিস্তৃত তথ্য অনুবাদ-পাঠকদের জন্য জরুরি নয় বিধায়, হাদীসের উৎস-নির্দেশের ক্ষেত্রে কেবল হাদীসগ্রন্থের নাম, হাদীস নং (ক্ষেত্রবিশেষে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং) ও এক-দু' শব্দে হাদীসটির মান উল্লেখ করেছি।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে, দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। পক্ষান্তরে, নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ক্বিয়ামাহ্' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'কেয়ামত'—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, 'কিয়ামাত' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলি প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে, বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনও সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে-কোনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইলো।

রবের রহমত-প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী
২১ জুমাদাস সানী, ১৪৪০/ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
jiarht@gmail.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি ﵀ ইসলামি আইনশাস্ত্রে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম। জন্ম ১৩২ হিজরিতে (খ্রি. ৭৪৯), বসরা ও কুফার মাঝখানে অবস্থিত ওয়াসিত শহরে। বেড়ে উঠেছেন তৎকালীন ইসলামি জ্ঞান-গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র কুফায়।

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মিসআর, মালিক ইবনু মিগ্ওয়াল, উমার ইবনু যার, সুফ্ইয়ান সাওরি, আওযায়ি ও ইবনু জুরাইজ ﵀ সহ সমকালীন বহু বিদ্বানের কাছে তিনি হাদীস ও আইনশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। মুওয়াত্তা-প্রণেতা ইমাম মালিক ﵀-এর কাছে তিনি তিন বছর হাদীস অধ্যয়ন করেন।

গভীর অধ্যবসায়ী এ বিদ্বান জ্ঞান-গবেষণায় কতটা নিবিড় ছিলেন, তা ফুটে উঠেছে তার মেয়ের বর্ণনায়:

> 'তার চারপাশে থাকত বই আর বই। (পড়ার সময়) আমি তাকে কখনও কথা বলতে শুনিনি, কেবল দেখতাম চোখের পাতা বা আঙুলের ইশারায় দিক্‌নির্দেশনা দিচ্ছেন।'

তিনি রাতকে তিনটি অংশে ভাগ করতেন: একাংশে ঘুম, আরেক অংশে সালাত আদায় আর অপর অংশে পড়াশোনা করতেন। কখনও কখনও তিনি রাতে খুবই কম ঘুমাতেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি ঘুমান না কেন?' জবাবে তিনি বলেন,

> 'আমাদের উপর ভরসা করে মুসলিমদের চোখগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে; আমি ঘুমাই কীভাবে!?'

জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি গায়ের জামা খুলে রাখেন কেন?' তিনি বলেন,

> 'উষ্ণতা পেলে ঘুম চলে আসে, আর উষ্ণতার উৎস হলো জামা। (তাই এটি খুলে রাখি।) এরপরও ঘুম চলে আসলে, গায়ে পানি ঢেলে দিই!'

জ্ঞানসাধনার পেছনে তিনি কীভাবে অর্থসম্পদ ব্যয় করেছেন, তা তাঁর নিচের কথা থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়:

> 'আমার পিতা মারা যাওয়ার সময় তিরিশ হাজার দিরহাম রেখে যান। সেখান থেকে আমি পনেরো হাজার দিরহাম খরচ করেছি ব্যাকরণ ও কবিতার পেছনে, আর (বাকি) পনেরো হাজার হাদীস ও আইনশাস্ত্রের পেছনে।'

আল্লাহ-প্রদত্ত অসাধারণ মেধাশক্তি, কঠিন অধ্যবসায়, তীব্র জ্ঞানানুরাগ

ও জ্ঞানসাধনায় প্রচুর অর্থ খরচ—এসবের সমন্বিত ফল হিসেবে অতি অল্প বয়সেই তিনি কুরআন, সুন্নাহ্, আইন, আরবি ভাষা, গণিত ও অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যাপক পারদর্শী হয়ে উঠেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ ﵀-এর পর তিনি ইরাক অঞ্চলে ইসলামি আইনশাস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। বিশ বছর বয়সে কুফার মাসজিদে পাঠদান শুরু করেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাতে থাকে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে রয়েছেন ইমাম শাফিয়ি, 'কিতাবুল আমওয়াল'-প্রণেতা আবূ উবাইদ কাসিম ইবনু সাল্লাম ও সিসিলি-বিজেতা আসাদ ইবনুল ফুরাত ﵉।

ইবরাহীম হারবি বলেন, 'আমি আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﵀-কে জিজ্ঞাসা করলাম, "এসব সূক্ষ্ম মাসআলা আপনি কোথায় পেয়েছেন?" জবাবে তিনি বললেন, "মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের বইগুলোতে।" '

তিনি এত উচ্চমানের ভাষাবিদ ছিলেন যে, তাঁর ব্যবহৃত বাক্যকে ব্যাকরণের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাঁর গ্রন্থাবলিতে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] এসব হাদীস বিশুদ্ধ হাদীস-গ্রন্থাবলিতে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে—কখনও তা হুবহু শব্দে শব্দে, কখনও কাছাকাছি শব্দ-সমৃদ্ধ, আবার কখনও কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক।

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে: *আল-জামিউস সগীর, আল-জামিউল কাবীর, আস-সিয়ারুস সগীর, আস-সিয়ারুল কাবীর, আয-যিয়াদাত* ও *আল-মাবসূত* বা *কিতাবুল আস্‌ল ফিল ফুরূ'*। পরিভাষাগত দিক দিয়ে এসব গ্রন্থকে একত্রে 'যাহিরুর রিওয়ায়াত' নামে অভিহিত করা হয়। এসবের বাইরেও তিনি রচনা করেছেন: *আল-মাখারিজ ফিল হিয়াল, কিতাবুল আসার, আল-হুজ্জাহ্ আলা আহলিল মাদীনাহ্, কিতাবুল কাস্‌ব* (বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এরই অনুবাদ) ও *মুওয়াত্তা আল-ইমাম মালিক।*

যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে তাঁর লেখা *'আস-সিয়ারুস সগীর'* ও *'আস-সিয়ারুল কাবীর'* গ্রন্থ-দুটি আন্তর্জাতিক আইনের অনবদ্য দলিল। গ্রন্থ-দুটির জন্য জার্মানির আইনজ্ঞগণ তাঁকে পাশ্চাত্য-আন্তর্জাতিক আইনের জনক হুগো

---

[১] মনে রাখতে হবে, এটি ওই যুগের কথা, যখন ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা ছাড়া প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থাবলি সংকলনের কাজ শুরুই হয়নি।

গ্রোসিয়াসের (Hugo Grotius) সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১] অবশ্য বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে যে—বিষয়-বৈচিত্র্য, বর্ণনার প্রাঞ্জলতা, যুক্তির আসঞ্জনশীলতা (coherence) ও মানবিক সমাধানের বিচারে ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ-এর গ্রন্থ-দুটি হুগো গ্রোসিয়াসের Mare Liberum ও De Jure Belli ac Pacis-এর চেয়ে অনেক উন্নততর।

হারূনুর রশীদের শাসনামলে তিনি বেশ কয়েক বছর রাক্কা'র বিচারক পদেও দায়িত্ব পালন করেন।

৫৮ বছর বয়সে তিনি রাই শহরে ১৮৯ হিজরিতে (খ্রি. ৮০৫) ইন্তেকাল করেন। একই দিন একই স্থানে ইন্তেকাল করেন বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ইমাম কিসাঈ। তৎকালীন শাসক হারূনুর রশীদ আফসোস করে বলেছিলেন, 'রাই শহরে আইন ও ভাষাতত্ত্ব পাশাপাশি দাফন করে এলাম!'

trustbn.wordpress.com

[১] দেখুন: Hans Kruse, Die Begründung der islamischen Völkerrechtslehre: Muhammad aš-Šaibānī–„Hugo Grotius der Moslimen", Saeculum, Volume 5, Issue JG (1954-12), pp. 221-242। অনলাইনে স্ক্যান্ড কপির জন্য দেখুন: https://www.degruyter.com/view/j/saeculum.1954.5.issue-jg/saeculum.1954.5.jg.221/saeculum.1954.5.jg.221.xml.

বহুল ব্যবহৃত চিহ্ন

'সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'/ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'আলাইহিস সালাম'/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'আলাইহাস সালাম' / তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'আলাইহিমাস সালাম' / উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'আলাইহিমুস সালাম' / তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'রদিয়াল্লাহু আনহু'/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'রদিয়াল্লাহু আনহা' / আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

 'রদিয়াল্লাহু আনহুমা'/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'রদিয়াল্লাহু আনহুম' / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'রদিয়াল্লাহু আনহুন্না' / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সি ﵀-এর ভূমিকা

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের অধিপতি। আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের সকলকে তাঁর করুণার চাদরে ঢেকে নিন!

দুনিয়া-বিরাগী ও প্রথিতযশা ইমাম শাইখ সামসুল আইম্মা ফখরুল ইসলাম আবূ বাকর সারাখ্‌সি ﵀ ছাত্রদের লেখার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

"তোমরা আমার কাছে চেয়েছিলে, আমি যেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ﵀-এর রচনাবলিতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, হাকিম শহীদের 'আল-কাফী/ আল-মুখতাসার' গ্রন্থটির ব্যাখ্যা তোমাদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। আমি তোমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়েছি। এখন আমি চাই—এর সঙ্গে 'কিতাবুল কাস্‌ব' গ্রন্থের ব্যাখ্যা জুড়ে দিই, যে গ্রন্থটি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ﵀ থেকে মুহাম্মাদ ইবনু সামাআ বর্ণনা করেছেন। লিপিবদ্ধ করার কাজটি অবশ্য তোমাদেরই করতে হবে।

trustbn.wordpress.com

এ গ্রন্থটি ইমাম মুহাম্মাদ ﵀-এর সামগ্রিক রচনাবলিরই অংশ; তবে এটি খুব বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এর কারণ হলো, তার কাছ থেকে আবূ হাফ্‌স ও সুলাইমানের কেউই এ গ্রন্থের বর্ণনা শোনেননি। আর এজন্য হাকিম শহীদও তার 'আল-মুখতাসার' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেননি।

গ্রন্থটিতে জ্ঞানের এমন কিছু বিষয় আছে, যে-ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার কোনও সুযোগ নেই; না জেনে বসে থাকারও কোনও উপায় নেই। উপার্জনকারীদের সঙ্গে উপার্জন-কর্মে যোগ দিয়ে, নিজের হাতের উপার্জন থেকে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য গ্রন্থটিতে নিঃস্ব লোকদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ বইয়ে যদি জ্ঞানের এতসব উপকরণ না থেকে শুধু এটুকুই থাকত, তাতেও এ ধরনের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক হতো।

আমাদের শিক্ষক ইমাম শামসুল আইম্মা হাল্‌ওয়ানি পূর্বসূরীদের জ্ঞান উল্লেখ করার অংশ হিসেবে, এ গ্রন্থের কিছু অংশের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে শ্রুত বিষয়ের বরকত হিসেবে, আমি সেগুলো উল্লেখ করব; আর এর সঙ্গে জুড়ে দেবো উসূল-বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্য এবং বিভিন্ন শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য।"

জীবিকার খোঁজে

trustbn.wordpress.com

উপার্জনের অর্থ

ভাষাবিদদের পরিভাষায় 'উপার্জন' মানে বৈধ উপায়ে সম্পদ-লাভ। অবশ্য শব্দগত দিক দিয়ে যে-কোনও পন্থায় সম্পদ-লাভ বোঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, হোক তা বৈধ বা অবৈধ। আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের উপর জীবিকা অনুসন্ধানের চেষ্টাকে ফরজ করে দিয়েছেন; যাতে তাঁর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে এ জীবিকা তাদের জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা তাঁর মহিমান্বিত গ্রন্থে বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"তারপর যখন সালাত শেষ হয়ে যায়, তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে।"

(সূরা আল-জুমুআহ্ ৬২:১০)

(এ আয়াতে) আল্লাহ জীবিকা-অনুসন্ধানকে ইবাদাতের একটি উপায় সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে খরচ করো।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২: ২৬৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

"তোমাদের ওপর যে মুসিবতই এসেছে, তা তোমাদের হাতের উপার্জন; বহু সংখ্যক অপরাধ তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।"

(সূরা আশ-শূরা ৪২:৩০)

'তোমাদের হাতের উপার্জন' মানে 'তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে তোমাদের কৃত অপরাধের ফল'; এ আয়াতে মানুষের নিজের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধকে আল্লাহ 'কাস্‌ব' বা উপার্জন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। চুরি সংক্রান্ত আয়াতে মহামহিম আল্লাহ বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

"পুরুষ চোর ও নারী চোর—উভয়ের হাত কেটে দাও; এটা তাদের উপার্জনের

ফল; আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি।"

(সূরা আল-মা'ইদাহ্ ৫:৩৮)

'উপার্জনের ফল' মানে 'নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের ফল'।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে বোঝা গেল, 'কাস্ব' বা উপার্জন শব্দটি (হালাল-হারাম) সব কাজের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়; তবে সাধারণত এর দ্বারা সম্পদ উপার্জনকে বোঝানো হয়।

উপার্জনের বিধান ও মহত্ত্ব

এরপর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর গ্রন্থের শুরুতে বলেন, জ্ঞানান্বেষণ যেভাবে ফরজ, জীবিকা-অন্বেষণও সকল মুসলিমের জন্য সেভাবে ফরজ। ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জীবিকা-অনুসন্ধান প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।"[১]

অপর এক বর্ণনায় নবি ﷺ বলেন,

طَلَبُ الْكَسْبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ الْفَرِيْضَةُ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

"ফরজ সালাতের পর জীবিকা অনুসন্ধান হলো ফরজের পর ফরজ।"[২]

নবি ﷺ বলেন,

طَلَبُ الْحَلَالِ كَمُقَارَعَةِ الْأَبْطَالِ وَمَنْ بَاتَ كَالًّا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ

"হালাল অন্বেষণ যুবকদের লড়াই-সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ন্যায়; যার রাত কাটে হালাল অন্বেষণে ক্লান্ত হয়ে, রাতের বেলায়ই তার গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"[৩]

উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ (জীবিকা) উপার্জনের স্তরকে জিহাদের স্তরের উপর স্থান দিতেন; তিনি বলতেন, "আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীতে সফর করতে করতে আমি আমার বাহনের দু' শিংয়ের মাঝখানে থাকাবস্থায় মারা যাব—এটি আমার কাছে এর চেয়ে বেশি প্রিয় যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় আমাকে হত্যা করা হবে; কারণ, আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের আগে

---

[১] দাইলামি, আল-ফিরদাউস বি মা'সূরিল খিতাব, ৩৯১৮। একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

[২] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ১০/ ৭৪; বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, ৬/ ১২৮; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২৯১। সনদে একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

[৩] তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত। সনদে কয়েকজন বর্ণনাকারীর অবস্থা অজানা থাকার দরুন এটি দুর্বল।

সেসব লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে পৃথিবীতে সফর করে।" আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّـهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ

"কিছু লোক আল্লাহর করুণার খোঁজে পৃথিবীতে সফর করে, আর কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে।"

(সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩:২০)

হাদীসে আছে, একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ সাদ ইবনু মুআয ﷺ-এর সঙ্গে হাত মেলান। তার হাত দুটি ছিল অত্যন্ত খসখসে ও রুক্ষ প্রকৃতির। নবি ﷺ তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমার পরিবারের খরচ যোগান দেওয়ার জন্য আমি লোহার কোদাল ও বেলচা দিয়ে আমার খেজুর বাগানে কাজ করি।' তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তার হাতে চুমু দিয়ে বলেন,

كَفَّانِ يُحِبُّهُمَا اللهُ تَعَالَى

"তালু-দুটিকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন!"

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, অপরিহার্য জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে মানুষ (মর্যাদার) সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছুতে পারে; আর ফরজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই সেখানে পৌঁছা সম্ভব হয়।

যেহেতু জীবিকা উপার্জন ছাড়া ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় না, সেহেতু জীবিকা উপার্জন ফরজ; ঠিক যেভাবে সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা অর্জন ফরজ।

কয়েকটি দিক দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। তার মধ্যে একটি হলো, মানুষ তার শারীরিক শক্তি বলে ফরজ দায়িত্বগুলো পালন করতে সক্ষম হয়; আর শারীরিক শক্তি আসে সাধারণত খাবার থেকে। খাবার অর্জন করার আবার কয়েকটি পদ্ধতি আছে—উপার্জন, কিংবা পারস্পরিক লড়াই, অথবা ছিনতাই। ছিনতাই করলে শাস্তি অবধারিত; পারস্পরিক লড়াই বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে, "আর আল্লাহ বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না";[১] তাই খাবার লাভের একটি পন্থাই (বৈধ) প্রমাণিত হলো; আর তা হলো উপার্জন।

নবি ﷺ বলেছেন,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَطِيَّتُهُ فَلْيُحْسِنْ إِلَيْهَا

---

[১] সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২০৫।

"মুমিনের (দেহ)সত্তা হলো তার বাহন; সে যেন তার বাহনের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।"[১]

'উত্তম আচরণ' মানে—দেহের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু পূরণে বাধা না দেওয়া। আর এটি করা সম্ভব উপার্জনের মাধ্যমে।

একজন মুমিন পবিত্রতা অর্জন ছাড়া সালাত আদায় করতে পারে না; আবার পবিত্রতা অর্জন করতে গেলে পানি তোলার জন্য একটি পাত্র জরুরি হয়ে পড়ে, অথবা কুয়া থেকে পানি তোলার জন্য একটি বালতি ও রশি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তেমনিভাবে, সতর[২] না ঢেকে সালাত আদায় করা যায় না, আবার সতর ঢাকার জন্য প্রয়োজন একখণ্ড কাপড়; আর সাধারণত উপার্জন ছাড়া কাপড় লাভ করা যায় না। যা ছাড়া ফরজ আদায় করা যায় না, তাও একটি আলাদা ফরজে পরিণত হয়।

জীবিকা অনুসন্ধান: রাসূলগণের অনুসৃত পথ

উপার্জন হলো রাসূলগণের অনুসৃত পথ। আমাদেরকে তাঁদের (কর্মপন্থা) আঁকড়ে ধরা ও তাঁদের দিক্‌নির্দেশনা অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"আল্লাহ তাদেরকে (সঠিক) পথের দিশা দিয়েছেন। সুতরাং তুমি তাঁদের দিক্‌নির্দেশনা অনুসরণ করো।"

(সূরা আল-আনআম ৬:৯০)

সর্বপ্রথম যিনি জীবিকা উপার্জন করেছেন, তিনি হলেন আমাদের পিতা আদম ﷺ। আল্লাহ তাআলা (তাঁকে) বলেছিলেন,

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾

"সে (অর্থাৎ শয়তান) যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়; এমন হলে কিন্তু তুমি সমস্যায় পড়ে যাবে।"

(সূরা ত্ব-হা ২০:১১৭)

'সমস্যায় পড়ে যাবে' মানে হলো, জীবিকার খোঁজে তোমাকে কষ্ট করতে হবে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাজ না করে তুমি

[১] এর কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক একটি হাদীস ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আল-মুসনাদ, ৬৬৩৯। আহমাদ শাকিরের মতে, এর ইসনাদটি সহীহ।

[২] ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক শরীরের যেসব অঙ্গ ঢেকে রাখতে হয়।

তেল দিয়ে রুটি খেতে পারবে না।' সাহাবি ও তাবিয়িদের বর্ণনায় আছে, আদম ﷺ-কে মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হলে, জিব্‌রীল ﷺ তাঁর কাছে কিছু গম নিয়ে এসে তাঁকে তা বপন করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি তা বপন করে তাতে পানি দেন। তারপর তা কেটে মাড়াই করে গুঁড়া করেন এবং তা দিয়ে রুটি বানান। এ কাজ শেষ করতে করতে আসরের ওয়াক্ত চলে আসে। তখন জিব্‌রীল ﷺ তাঁর কাছে এসে বলেন, আপনার রব আপনাকে সালাম দিয়ে বলছেন,

"তুমি যদি দিনের বাকি অংশ সাওম পালন করো, তা হলে আমি তোমার ভুলত্রুটি মাফ করে দেবো এবং তোমার সন্তানদের ব্যাপারে তোমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দেবো।"

এরপর তিনি সাওম পালন করেন; তবে তিনি ওই খাবার খাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন; তিনি দেখতে চাচ্ছিলেন, জান্নাতের খাবারে তিনি যে স্বাদ পেতেন, তা ওই খাবারে পান কি না। সেখান থেকেই সাওম পালনকারীরা আসরের পর থেকে খাবারের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেন।

একইভাবে, নূহ ﷺ ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রী। তিনি নিজে উপার্জন করে খেতেন। ইদ্‌রীস ﷺ ছিলেন দর্জি।[১] ইব্‌রাহীম ﷺ ছিলেন বস্ত্রব্যবসায়ী, যেমনটি নবি ﷺ বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِالْبَزِّ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ بَزَّازًا

"তোমরা বস্ত্রের ব্যাবসা কোরো; তোমাদের পিতা (ইবরাহীম খলীল ﷺ) ছিলেন বস্ত্রব্যবসায়ী।"

দাউদ ﷺ নিজে উপার্জন করে খেতেন।[২] বর্ণিত আছে যে, তিনি ছদ্মবেশে বেরিয়ে রাজ্যের লোকদের কাছে নিজের সামগ্রিক জীবন সম্পর্কে জানতে চাইতেন। একদিন জিব্‌রীল ﷺ এক যুবকের বেশে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দাউদ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "ওহে যুবক! দাউদকে তুমি কেমন জানো?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ, দাউদ (আল্লাহর) অত্যন্ত উত্তম বান্দা; তবে তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ স্বভাব আছে!" দাউদ ﷺ জানতে চান, "কী সেটি?" তিনি বলেন, "তিনি বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে নিজের খাওয়া-খরচ নেন; সর্বোত্তম মানুষ সে-ই, যে নিজে উপার্জন করে খায়।" এরপর দাউদ ﷺ নিজের সালাত আদায়ের জায়গায় এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আল্লাহ তাআলাকে বলেন,

"হে আল্লাহ! আমাকে জীবিকা উপার্জনের একটি মাধ্যম শিখিয়ে দাও, যার মাধ্যমে

[১] হাকিম, আল-মুস্‌তাদ্‌রাক, ২/৫৯৬।
[২] বুখারি, ৪/৩০৩।

তুমি আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবে।"

এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বর্ম বানানোর কৌশল শেখান এবং তাঁর জন্য লোহাকে এত নরম করে দেন যে, লোহা তাঁর হাত হয়ে অন্যদের কাছে গেলে তা আটার খামির মত হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾

"দাউদকে আমি নিজের কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করেছি। (আমি হুকুম দিলাম) হে পর্বতমালা! তার সঙ্গে একাত্ম হও! (এবং এ হুকুমটি আমি) পাখিরদের(ও) দিয়েছি। আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছি।"

(সাবা ৩৪:১০)

মহামহিম আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ

"আর তোমাদের উপকারের জন্য আমি তাকে বর্ম-নির্মাণ-শিল্প শিখিয়েছি, যাতে সে তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে।"

(সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮০)

তিনি বর্ম বানিয়ে প্রত্যেকটিকে বারো হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করতেন। উপার্জিত অর্থ থেকে নিজে খেতেন এবং দান-সদাকা করতেন।

সুলাইমান ﷺ তালপাতা দিয়ে বড় বড় ঝুড়ি বানিয়ে জীবিকা লাভ করতেন। যাকারিয়্যা ﷺ ছিলেন কাঠমিস্ত্রী।[১] ঈসা ﷺ জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁর মায়ের চরকা দিয়ে; আবার কখনও কখনও শস্যের শিষ সংগ্রহ করে খেতেন, এটিও এক ধরনের উপার্জন।

আমাদের নবি ﷺ কখনও কখনও মেষ চরিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি তাঁর সাহাবিদের বলেন,

كُنْتُ رَاعِيًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ وَمَا بَعَثَ اللهُ تَعَالَى نَبِيًّا إِلَّا اِسْتَرْعَاهُ

"আমি ছিলাম উকবা ইবনু আবী মুআইত-এর রাখাল। আল্লাহ তাআলা এমন কোনও রাসূল পাঠাননি, যাকে দিয়ে তিনি রাখালের দায়িত্ব পালন করাননি।"[২]

সাইব থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা শুরাইক ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন আমার (কারবারের) অংশীদার; আর তিনি ছিলেন সর্বোত্তম অংশীদার—না তিনি

---

[১] মুসলিম, ১৫/১৩৫।

[২] বুখারি, ৪/৪৪১।

কোনও ঝগড়া করতেন, আর না কোনও গালিগালাজ।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনারা কোন কারবারে অংশীদার ছিলেন?' তিনি বলেন, 'চামড়ার কারবারে।'[১]

আল্লাহর রাসূল ﷺ জুর্‌ফ[২] এলাকায় একটি জমিতে বীজ বপন করেছিলেন, যেমনটি ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ তার (আল-আস্‌ল গ্রন্থের) চাষাবাদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি জানাতে চেয়েছেন যে, উপার্জন করা হলো রাসূলগণের অনুসৃত পথ।

উপার্জনের প্রকারভেদ ও বিধান

উপার্জন দু' ধরনের: উপকারী ও ক্ষতিকর। উপকারী উপার্জন হলো অপরিহার্য বৈধ জিনিসপত্র লাভ করা; আর ক্ষতিকর উপার্জন হলো এমনকিছু অর্জন করা, যা উপার্জনকারীর জন্য ক্ষতি ডেকে আনে এবং যার মধ্যে গোনাহ জড়িত আছে, যেমন চুরি করা। দ্বিতীয় পদ্ধতির উপার্জন নিষিদ্ধ, এ নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ

"যে-ব্যক্তি কোনও গোনাহ অর্জন করে, সে নির্ঘাত নিজের বিপদ ডেকে আনে।"

(সূরা আন-নিসা ৪:১১১)

আল্লাহ তাআলা (আরও) বলেন,

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

"যে-ব্যক্তি কোনও অন্যায় বা গোনাহ কামাই করে, এরপর তা নিরপরাধ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, সে যেন সুস্পষ্ট অপবাদ ও গোনাহের বোঝা (নিজের পিঠে) চাপিয়ে নিল।"

(সূরা আন-নিসা ৪:১১২)

হালাল উপার্জনের বৈধতা ও কিছু সুফি'র বিচ্ছিন্ন মত

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের ফকীহ্ (আইনবিদ)-গণের মত হলো, প্রথম ধরনের উপার্জন সাধারণভাবে বৈধ, বরং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ফরজ। একদল মূর্খ

---

[১] আবূ দাউদ, ৫/১৭০; ইবনু মাজাহ, ২/৭৬৮; হাকিম, আল-মুস্‌তাদ্‌রাক, ২/৬১। ইসনাদটি সহীহ।

[২] মদীনা থেকে শাম অভিমুখে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গা।

বৈরাগী ও নির্বোধ সুফি বলে—উপার্জন করা হারাম, কেবল একান্ত জরুরি হলে উপার্জন করা বৈধ, ঠিক যেমন একান্ত বাধ্য হলে মৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ![১]

উপার্জন-বিরোধীদের দলিল

তারা বলে, উপার্জন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসাকে নাকচ করে দেয়, অথবা তাতে ঘাটতি সৃষ্টি করে, অথচ আমাদেরকে তাওয়াক্কুল[২] করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"মুমিন হয়ে থাকলে তোমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করো।"

(সূরা আল-মাইদাহ্ ৫: ২৩)

আমাদেরকে তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সুতরাং যে কাজ করলে তাওয়াক্কুলে ঘাটতি দেখা দেয়, সে কাজ করা হারাম। জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা হলো তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী—এর প্রমাণ হলো নবি ﷺ বলেছেন:

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

"তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে, তা হলে তিনি তোমাদের সেভাবে জীবনোপকরণ দিতেন, যেভাবে তিনি পাখিদের জীবনোপকরণ দিয়ে থাকেন—তারা সকালবেলা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে ভরা-পেটে।" [৩]

আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

"তোমাদের জীবনোপকরণ ও তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—তা

---

[১] এ বিষয়ে শাইখ ইবনু তাইমিয়্যা'র একটি লেখা আছে: 'রিসালাতুল হালাল ওয়াল হারাম' অর্থাৎ হালাল ও হারাম বিষয়ক প্রবন্ধ। ওই লেখায় এসব বিচ্ছিন্ন মতকে খণ্ডন করা হয়েছে।

[২] তাওয়াক্কুল সম্পর্কে নবি ﷺ-এর বক্তব্য এবং সাহাবি ও পূর্ববর্তী বিদ্বানদের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে, ইমাম ইবনু আবিদ দুন্ইয়া একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, যার শিরোনাম 'আত-তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ'। সম্প্রতি মাকতাবাতুল বায়ান থেকে 'আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল' শিরোনামে পুস্তিকাটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাটিতে তাওয়াক্কুলের উপর মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

[৩] তিরমিযি, ৪/৫৭৩ (২৩৪৪)। হাসান সহীহ্।

trustbn.wordpress.com

(সবই) আকাশে আছে।"

(সূরা আয-যারিয়াত ৫১:২২)

এতে জীবিকা উপার্জনের জন্য ব্যস্ততা-পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—বান্দাকে যেটুকুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ওই পরিমাণ জীবনোপকরণ তার কাছে আসবেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

"তোমার পরিবারের লোকদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও, আর এর উপর অটল থাকো। আমি তোমার কাছে কোনও জীবনোপকরণ চাই না, আমিই বরং তোমাকে জীবনোপকরণ দিই, আর (শুভ) পরিণতি আল্লাহভীতির জন্যই নির্ধারিত।"

(সূরা ত্ব-হা ২০:১৩২)

যদিও বক্তব্যটি দেওয়া হয়েছে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর উম্মাহ্। তাদেরকে ধৈর্যধারণ, সালাত আদায় ও জীবিকা অর্জনের পেছনে ব্যস্ততা-পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

trustbn.wordpress.com

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার গোলামি করার জন্য সৃষ্টি করেছি।"

(সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)

জীবিকার খোঁজে ব্যস্ত হওয়ার মানে হলো, মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা পরিহার করা। মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার রবের গোলামি করার জন্য। আর এদিকে ইশারা করেই নবি ﷺ বলেন:

مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيَّ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

"আমি সম্পদ জমা করব ও ব্যবসায়ী হব—এসবের জন্য আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়নি; বরং আমার কাছে (এ মর্মে) ওহি পাঠানো হয়েছে—'তোমার রবের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা বর্ণনা করো, সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং চরম নিশ্চিত বিষয় (অর্থাৎ মৃত্যু) আসার আগ পর্যন্ত তোমার রবের গোলামি করতে থাকো।"[১]

---

[১] আহমাদ, আয-যুহ্দ, পৃ. ৩৯১। মুরসাল।

কুরআনের কিছু আয়াতে যেসব বেচাকেনার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সম্পদ ও উপার্জন-সামগ্রীর আদান-প্রদান বোঝানো হয়নি, বরং এর উদ্দেশ্য হলো মহান রবের সঙ্গে বান্দার ব্যাবসা; আর সেটি হয় তাঁর নির্দেশের আনুগত্য ও তাঁর গোলামিতে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে। (কুরআনে) এরই নাম ব্যাবসা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّـهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যাবসার সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (ব্যাবসাটি হলো—) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে নেবে এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করবে—এটাই তোমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে—বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন, তোমাদের এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে চলে, আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদের সর্বোত্তম ঘর দেবেন। এটাই বড় সফলতা। আর আরেকটি জিনিস—যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো—(তোমাদের দেবেন); আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও অত্যাসন্ন বিজয়। তুমি মুমিনদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দাও।"

(সূরা আস-সফ ৬১:১০–১৩)

আল্লাহ তাআলা (আরও) বলেন:

إِنَّ اللَّـهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّـهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আর আল্লাহর চেয়ে

বেশি নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে কেনা-বেচা করছো, সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।"

(সূরা আত-তাওবাহ্ ৯:১১১)

(কুরআনে ব্যাবসা বলতে) এ ধরনের ব্যাবসার কথাই বোঝানো হয়েছে; আর সেটি হলো, জিহাদ ও অন্যান্য ধরনের আনুগত্যের মাধ্যমে সাওয়াব হাসিলের জন্য আত্মনিয়োগ করা।

তেমনিভাবে, ইসলামে যা নিষিদ্ধ তা সম্পাদন করার মাধ্যমে যে-ব্যক্তি সম্পদ হাসিল করে, আল্লাহ তাআলা তাকে 'আত্ম-বিক্রেতা' নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"তারা যার বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে, তা কত নিকৃষ্ট! যদি তারা জানত!"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১০২)

আল্লাহ তাআলা (আরও) বলেন:

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّـهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

"তারা আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনগুলোকে অল্পমূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে এবং তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; তারা যা করতে থেকেছে, তা অত্যন্ত গর্হিত।"

(সূরা সূরা আত-তাওবাহ্ ৯:৯)

এদিকে ইশারা করে নবি ﷺ বলেন,

اَلنَّاسُ غَادِيَانِ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوْبِقُهَا وَمُشْتَرٍ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا

"মানুষ দু' ধরনের সকাল যাপন করে: কেউ নিজেকে বিক্রি করে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়, আর কেউ নিজেকে কিনে নিয়ে মুক্তির পথে পা বাড়ায়।"[১]

সাহাবিদের সকলেই মাসজিদে পড়ে থাকতেন, জীবিকার খোঁজে ব্যস্ত হতেন না; এ গুণের জন্য তাদের প্রশংসাও করা হয়েছে।[২] তেমনিভাবে, খুলাফায়ে রাশেদীন ও প্রসিদ্ধ সাহাবিগণের কেউই জীবিকা উপার্জনের জন্য ব্যস্ত হননি; আর তারাই

---

[১] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ১৯/১৩৬ ও ১৪১; আহমাদ, ৩/৩৯৯, ইসনাদটি সহীহ।

[২] তাদের এ বক্তব্য বুখারির বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বুখারির বর্ণনায় আয়িশা ﵂ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহাবিগণ শারীরিক শ্রম দিয়ে উপার্জন করতেন...'। আরও অনেক হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবিগণ জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করতেন।

হলেন (উম্মাহর) নেতৃস্থানীয় মহান ব্যক্তিবর্গ।

উপার্জনের বৈধতার দলিল-প্রমাণ

এ প্রসঙ্গে আমাদের দলিল হলো—আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ বেচা-কেনা বৈধ করেছেন, আর অবৈধ করেছেন সুদি কারবার।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২৭৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"হে ঈমানদাররা! তোমরা যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণচুক্তিতে আবদ্ধ হবে, তখন তা লিখে রেখো।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২৮২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"হে ঈমানদাররা! পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যাবসার মাধ্যম ছাড়া, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।"

(সূরা আন-নিসা ৪:২৯)

إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"তবে তোমাদের মধ্যে নগদ ব্যাবসা হলে, সেক্ষেত্রে তা লিখে না রাখলে তোমাদের কোনও অসুবিধা নেই; তবে বেচা-কেনার সময় সাক্ষী রেখো।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২৮২)

এসব আয়াতের কয়েকটিতে (ব্যাবসা-বাণিজ্যের) বৈধতার প্রমাণ রয়েছে, আর কয়েকটিতে ব্যাবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততার প্রশংসা করা হয়েছে। যে-ব্যক্তি বলে ব্যাবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ, সে এসব আয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

(আইনবিষয়ক একটি মূলনীতি হলো—) সাধারণ অবস্থায় আইনপ্রণেতার শব্দ থেকে এমন অর্থ বের করতে হবে, যে অর্থে গণমানুষ তাদের পারস্পরিক কথাবার্তায় ওই শব্দ ব্যবহার করে থাকে; কারণ আইনপ্রণেতা আমাদেরকে ওই কথাই বলেছেন, যা আমাদের বোধগম্য। বেচা-কেনা শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, উপার্জন-প্রক্রিয়ায় সম্পদের আদান-প্রদান। আর শব্দ বা বাক্যকে তার প্রকৃত অর্থেই ধরে নিতে হয়; সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ছাড়া এর প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে

trustbh.wordpress.com

রূপক অর্থ করা যায় না। যেমন, তারা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন:

إِنَّ اللَّـهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّـهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আর আল্লাহর চেয়ে বেশি নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে কেনা-বেচা করছো, সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।"

(সূরা আত-তাওবাহ্ ৯:১১১)

(উপরিউক্ত আয়াতের ভঙ্গিতেই) সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, এখানে 'কিনে নেওয়া' শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (আমরা যেসব আয়াত উল্লেখ করেছি) সেখানে অনুরূপ কোনও প্রমাণ নেই; তাই সেসব ক্ষেত্রে (বেচা-কেনা) শব্দটিকে তার প্রকৃত অর্থেই ধরতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"সালাত শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"

(সূরা আল-জুমুআহ্ ৬২:১০)

আল্লাহর অনুগ্রহ মানে ব্যাবসা-বাণিজ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"(হাজ্জের সফরে) তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো,

trustbn.wordpress.com

তাতে তোমাদের কোনও অসুবিধা নেই।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৯৮)

অর্থাৎ, হাজ্জের সফরে ব্যাবসা করতে কোনও সমস্যা নেই।

নবি ﷺ বলেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِ أَيْدِيكُمْ وَإِنَّ أَخِيْ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ

"তোমরা যা খাও, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো ওই খাবার, যা তোমরা নিজের হাতে উপার্জন করো; আমাই ভাই দাউদ ﷺ নিজের হাতে উপার্জন করে খেতেন।"[১]

এর মাধ্যমে নবি ﷺ আল্লাহ তাআলার এ কথার দিকে ইশারা করতে চেয়েছেন:

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

"আমি তোমাদের যেসব উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে খাও।"

(সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৬০)

(জীবিকা-অনুসন্ধানের বৈধতার ব্যাপারে) আমরা যেসব দলিল-প্রমাণের উপর নির্ভর করি, সেসবের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দলিলটি হলো—জীবিকা অনুসন্ধান রাসূলগণের অনুসৃত পথা। আর ইতোমধ্যে আমরা সেটি প্রমাণ করেছি।

উপার্জনের নিষিদ্ধতা প্রসঙ্গে কিছু সুফির সংশয় নিরসন

জীবিকা-অনুসন্ধানের বৈধতার ব্যাপারে তারা ইয়াহ্ইয়া ﷺ ও ঈসা ﷺ-এর উদাহরণ দিয়ে আমাদের বিরোধিতা করছেন; এটি একটি অর্থহীন বিরোধিতা, কারণ ইতঃপূর্বে আমরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি যে, ঈসা ﷺ তাঁর মায়ের চরকা দিয়ে আয় করে খেতেন।

তারপর আমরা বলি, জীবিকা-অনুসন্ধানের ব্যাপারে নবিগণের অবস্থা অন্যদের মতো নয়; তাঁদের পাঠানো হয়েছে মানবজাতিকে সঠিক জীবনপদ্ধতির দিকে আহ্বান জানানো এবং তা তাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য। ফলে তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে, তাঁরা সে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, জীবিকা অন্বেষার পেছনে তাঁরা নিজেদের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেননি; তবে মাঝেমধ্যে জীবিকা উপার্জন করেছেন, যাতে সাধারণ মানুষের জন্য বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জীবিকা অন্বেষার পেছনে সময় ব্যয় করা উচিত এবং তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার পরিপন্থী নয়, যেমনটি এসব মূর্খ ধারণা করে নিয়েছে।

---

[১] বুখারি, ৪/৩০৩।

উমার ﷺ তাঁর একটি কথায় বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইবাদাতে মশগুল কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দেখেন, তারা মাথা নুইয়ে বসে আছে। তখন তিনি জানতে চান, 'এরা কারা?' বলা হয়, 'এরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী।' তিনি বলেন,

'না, এরা কিছুতেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী নয়, এরা বরং বসে-বসে খাওয়ার লোক—এরা মানুষের সম্পদ খাচ্ছে! আমি কি তোমাদের বলব না, প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী কে?'

বলা হয়, 'হ্যাঁ!' তখন তিনি বলেন,

'প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী হলো ওই ব্যক্তি, যে জমিনে বীজ বপন করার পর তার মহান রবের উপর তাওয়াক্কুল করে।'

অপর এক বর্ণনায় আছে, এরপর তিনি বলেন,

"ওহে ইবাদাতকারীরা! মাথা ওঠাও এবং নিজেদের জীবিকা নিজেরা উপার্জন করো।"[১]

প্রধান সাহাবিগণ জীবিকা উপার্জন করতেন না—মর্মে তারা যে দাবি করেছে, তা একটি ভ্রান্ত দাবি; কারণ, বর্ণিত আছে—আবূ বাকর সিদ্দীক ﷺ ছিলেন বস্ত্রব্যবসায়ী;[২] উমার ﷺ চামড়ার ব্যাবসা করতেন; উসমান ﷺ ছিলেন ব্যবসায়ী, তার কাছে খাদ্যশস্য আনা হতো, আর তিনি তা বিক্রি করতেন;[৩] আলি ﷺ নিজে উপার্জন করতেন। একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি একাধিকবার কায়িক শ্রম দিয়ে উপার্জন করেছেন, এমনকি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি এক ইয়াহূদির কাছেও নিজেকে ভাড়ায় খাটিয়েছেন।[৪]

বিশুদ্ধ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবি ﷺ দু' দিরহাম দিয়ে কয়েকটি সিলওয়ার কিনে (মূল্য পরিশোধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত) পরিমাপকারীকে বলেছিলেন,

زِنْ وَأَرْجِحْ فَإِنَّ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ هٰكَذَا نَزِنُ

"ওজনে বেশি দাও, কারণ আমরা নবিগণ এভাবেই মেপে দিই।"[৫]

---

[১] কান্‌যুল উম্মাল, ৪/১২৯।
[২] ইবনু সাদ, আত-তাবাকাত, ৩/১৮৬।
[৩] ইবনু সাদ, আত-তাবাকাত, ৩/৬০।
[৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/১৩৫; বাইহাকি, আস-সুনান, ৬/১১৯।
[৫] আবূ দাউদ, ৩/৬৩১; তিরমিযি, ৩/৫৮৯, হাসান সহীহ; ইবনু মাজাহ, ২/৭৪৮; নাসাঈ, ৭/২৮৪।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বেশি দামে কাঠের একটি বাটি ও পর্ষাণের কম্বল বিক্রি করেছিলেন।[১]

নবি ﷺ এক বেদুইনের কাছ থেকে একটি উট কিনে এর মূল্য পরিশোধ করেন। এরপর সে তা অস্বীকার করে বলে, 'আপনি সাক্ষী নিয়ে আসুন!' নবি ﷺ বলেন, 'আমার অনুকূলে কে সাক্ষ্য দেবে?' তখন খুযাইমা ইবনু সাবিত ﷺ বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি এ বেদুইনকে উটের মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছেন।' নবি ﷺ বলেন, 'তুমি তো (ওই সময়) উপস্থিত ছিলে না; তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ কীসের ভিত্তিতে?' তিনি বলেন,

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আকাশ থেকে যে সংবাদ এনে আমাদের দেন, আমরা ওই ব্যাপারে আপনাকে সত্যবাদী মনে করি; তা হলে উটের মূল্য পরিশোধ নিয়ে যা বলছেন, এ ব্যাপারে আপনাকে সত্যবাদী মনে করব না কেন?'

এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, 'খুযাইমা যার অনুকূলে সাক্ষ্য দেবে, তার জন্য তার (একার) সাক্ষ্যই যথেষ্ট।'[২]

"তোমাদের জীবনোপকরণ ও তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা আকাশে আছে" (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:২২)—এ আয়াতে জীবিকা-উপার্জন-বিরোধীদের পক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। এ আয়াতে (জীবনোপকরণ দ্বারা) বৃষ্টির কথা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বর্ষণ করেন, আর এর ফলে গাছপালা ও তৃণলতা সজীব হয়ে ওঠে। বৃষ্টিকে জীবনোপকরণ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী বিদ্বানদের কেউ কেউ বলেছেন,

'ওহে আদম-সন্তান! আল্লাহ তাআলা তোমাকে জীবিকা দেন, তোমার জীবিকাকে জীবিকা দেন এবং তোমার জীবিকার জীবিকাকে জীবিকা দেন।'

অর্থাৎ, তিনি উদ্ভিদের জীবিকা হিসেবে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন; উদ্ভিদ হলো গবাদিপশুর জীবিকা, আর গবাদিপশু হলো আদম-সন্তানের জীবিকা।

আয়াতটিকে বাহ্যিক অর্থে ধরে নিলেও বলা যায়, আমাদের জীবনোপকরণ আকাশে আছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা (আমাদের) জানিয়েছেন; তবে আমাদেরকে কার্যকারণ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে ওই অবলম্বনের সময় জীবিকা আমাদের কাছে চলে আসে। নবি ﷺ-এর এ কথা থেকেও এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যেখানে তিনি তাঁর মহান রবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন,

عَبْدِيْ حَرِّكْ يَدَكَ أُنْزِلْ عَلَيْكَ الرِّزْقَ

[১] আবূ দাউদ, ২/২৯২; তিরমিযি, ৩/৫২২, হাসান সহীহ।
[২] আবূ দাউদ, ৪/৩১; নাসাঈ, ৭/৩০১।

'ওহে আমার গোলাম! তোমার হাত নাড়াচাড়া করো, তা হলে তোমার উপর জীবনোপকরণ নামিয়ে দেবো।'[১]

কার্যকারণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়

আল্লাহ তাআলা মারইয়াম ﷺ-কে খেজুর গাছের কাণ্ড ঝাঁকুনি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন; আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

"খেজুর গাছের কাণ্ডটিকে তোমার দিকে ঝাঁকুনি দাও, তা হলে পাকা খেজুর তোমার কাছে পড়বে।"

(সূরা মারইয়াম ১৯:২৫)

অথচ মারইয়াম ﷺ-এর ঝাঁকুনি ও তার পক্ষ থেকে কোনও শ্রম দেওয়া ছাড়াই, আল্লাহ তাকে জীবনোপকরণ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, যেমনটি তাকে মিহরাবের মধ্যে দিচ্ছিলেন; আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

"যাকারিয়্যা যখনই তার কাছে মিহরাবে যেত, তার কাছে কিছু না কিছু পানাহার সামগ্রী পেত। জিজ্ঞেস করত, 'মারইয়াম! এগুলো তোমরা কাছে কোথা থেকে এলো?' সে জবাব দিত, 'আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।' আল্লাহ যাকে চান, বেহিসেব জীবনোপকরণ দেন।"

(সূরা আল ইমরান ৩:৩৭)

আল্লাহ তাকে এ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে এ বিষয়টি বান্দাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে—যদিও তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহই হলেন জীবিকাদাতা, তারপরও তাদের কার্যকারণ অবলম্বন করা উচিত।

তাঁর সৃষ্টিশক্তির মধ্যেও এর নজির বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র স্রষ্টা। কখনও তিনি সৃষ্টি করেন পিতা-মাতা উভয়কে বাদ দিয়েই, যেমন তিনি আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন; আবার কখনও সৃষ্টি করেন পিতার মধ্যস্থতা ছাড়া কেবল মা থেকেই, যেমন তিনি সৃষ্টি করেছেন ঈসা ﷺ-কে; আবার কখনও তিনি সৃষ্টি করেন পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

[১] এ হাদীসের তথ্যসূত্র জানা যায়নি।

"ওহে মানবজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে।"

(সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩)

আল্লাহ তাআলা বিয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। বিয়ে ও সন্তানলাভের ব্যস্ততা বান্দার ওই দৃঢ় বিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় না যে, আল্লাহই হলেন একমাত্র স্রষ্টা। জীবনোপকরণের বিষয়টিও একই ধরনের। সুতরাং, বোঝা গেল—যে-ব্যক্তি মনে করে জীবিকা অন্বেষার চেষ্টা ছেড়ে দেওয়াই হলো প্রকৃত তাওয়াক্কুল, সে মূলত শারীআ'র বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

এক ব্যক্তি এসে নবি ﷺ-কে বলে, 'আমি আমার উটটি ছেড়ে রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করি?' জবাবে নবি ﷺ বলেন, "না; তুমি বরং এটি বেঁধে নাও, তারপর তাওয়াক্কুল করো।"[১] আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এ কথা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

এর আরেকটি নজির হলো দুআ—আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ

"আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও।"

(সূরা আন-নিসা ৪:৩২)

এটি জানা কথা যে, একজনের জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা তার কাছে আসবেই। (কিন্তু) এর ফলে কোনও ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া ও প্রার্থনা করা বাদ দেয় না। নবিগণ ﷺ (আল্লাহর কাছে) জান্নাত চাইতেন, অথচ তাঁরা ভালোভাবেই জানতেন যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, (কারণ) ইতঃপূর্বে তিনি তাদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন, আর 'তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।'[২] তাদের পরিণতি শুভ—এটি তাঁরা জানতেন; তারপরও তাঁরা নিজেদের দুআয় আল্লাহর কাছে শুভ পরিণতি চাইতেন।

শিফা বা রোগমুক্তির বিষয়টিও একই পর্যায়ের। আল্লাহ তাআলাই রোগমুক্তি দেন, অথচ তিনি আমাদেরকে ঔষধ সেবনের নির্দেশ দিয়েছেন। নবি ﷺ বলেন,

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مَا خَلَقَ دَاءً إِلَّا خَلَقَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ/الْهَرَمَ

"আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ঔষধ সেবন করো, কারণ আল্লাহ তাআলা এমন

---

[১] ইবনু হিব্বান, সহীহ, ৭৩১।

[২] সূরা আল ইমরান ৩:৯।

trustbn.wordpress.com

কোনও রোগ সৃষ্টি করেননি, যার জন্য তিনি ঔষধ সৃষ্টি করেননি, কেবল মৃত্যু/বার্ধক্য হলো এর ব্যতিক্রম।"[১]

আল্লাহর রাসূল ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন এ নিয়ম অনুসরণ করেছেন; তিনি তাঁর চেহারার ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়েছেন।[২] ঔষধ ব্যবহার করলে যেমন 'আল্লাহ তাআলাই শিফা-দাতা'-এর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে কোনও কমতি হয় না, তেমনিভাবে জীবিকা খোঁজার পেছনে চেষ্টা-সাধনা করলে তা 'আল্লাহ তাআলাই জীবিকা-দাতা'-এ দৃঢ়বিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় না।

সুফিদের আজব কর্মকাণ্ডের একটি হলো—কোনও ব্যক্তি যদি নিজের হাতের উপার্জন ও তার ব্যাবসার লাভ থেকে কোনও খাবার তৈরি করে সুফিদের খাওয়ায়, তখন তারা জেনে-বুঝেও ওই খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকে না! উপার্জন করা হারাম হলে তো, ওই পন্থায় উপার্জিত সম্পদ খাওয়াও হারাম, কারণ হারাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়, তাও হারাম; ঠিক যেমন মুসলিমের জন্য মদ বেচা-কেনা হারাম হওয়ায়, এর মূল্য উপভোগ করা হারাম। যেহেতু সুফিদের কেউই (অন্যের উপার্জিত সম্পদ) খাওয়া থেকে বিরত থাকেন না, সেহেতু বোঝা গেল ('জীবিকা-অন্বেষা হারাম' মর্মে) তাদের কথাটি অজ্ঞতা ও অলসতার ফল!

trustbn.wordpress.com

যেটুকু জীবিকা একান্ত জরুরি, ততটুকু জীবিকা উপার্জন করা ফরজ

কার্‌রামিয়্যা সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্ন মত

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অধিকাংশ ফকীহ্ বা আইনবিদের মতে, যেটুকু জীবিকা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না, ততটুকু জীবিকা অনুসন্ধান করা ফরজ। তবে কার্‌রামিয়্যা সম্প্রদায়ের[৩] মত হলো—

'বরং (ওই অবস্থাতে) জীবিকা অনুসন্ধান করা বৈধ, অর্থাৎ শারীআ'র পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে কেবল। কারণ, জীবিকা অনুসন্ধানের দুটি অবস্থাই হতে পারে: (১) সর্বাবস্থায় ফরজ, অথবা (২) বিশেষ সময়ে ফরজ। প্রথমটি ভ্রান্ত, কারণ তা হলে কোনও ব্যক্তি এ ফরজ আদায় করে অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিব পালন করার সময়ই পাবে না। আর দ্বিতীয়টিও বাতিল, কারণ কোনও কিছু নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করা ফরজ হলে, (শারীআ'র পক্ষ থেকে) সেটিকে ওই সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়, যেমন সালাত ও সাওম; অথচ শারীআ'য় জীবিকা অনুসন্ধানকে কোনও

---

[১] আবূ দাউদ, ৪/১৯২; তিরমিযি, ৪/৩৮৩, হাসান সহীহ।

[২] বুখারি, ১/৩৫৪; মুসলিম, ৩/১৪১৬।

[৩] মুহাম্মাদ ইবনু কার্‌রাম সিজিস্তানির (মৃত্যু ২৫৫ হিজরি) অনুসারীদের দল।

সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

তারপর জীবিকা অনুসন্ধানের কেবল দুটি দিক হতে পারে: (১) এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকার ফলে এটি ফরজ, অথবা (২) একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তা ফরজ। প্রথমটি ভ্রান্ত, কারণ দুনিয়ার সকল সম্পদের প্রতিই মানুষের আকর্ষণ রয়েছে, অথচ কেউ এ কথা বলছে না যে, সেসব অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ। আর দ্বিতীয়টিও বাতিল, কারণ একান্ত প্রয়োজনকে সামনে রেখে যা ফরজ করা হয়, কেবল নিরুপায় অবস্থায় পড়লেই তার আবশ্যকতা প্রয়োগ করা যায়; আর একান্ত নিরুপায় অবস্থায় পড়লে তো মানুষ জীবিকা অনুসন্ধান করতেও অক্ষম হয়ে পড়বে! সুতরাং অপারগ অবস্থায় কোনও কিছু সম্পাদন করা কীভাবে ফরজ হতে পারে?

তারপর এর কেবল দুটি অবস্থাই হতে পারে: (১) সব ধরনের জীবিকা অনুসন্ধান করা ফরজ, অথবা (২) বিশেষ ধরনের জীবিকা অনুসন্ধান ফরজ। প্রথমটি ভ্রান্ত, কারণ কোনও মানুষের পক্ষে সব ধরনের জীবিকা উপার্জন করা সম্ভব নয়; সব ধরনের জীবিকা সম্পর্কে একজন ব্যক্তি জানতেও পারবে না, কারণ সে সম্পর্কে জানার আগেই তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়টিও বাতিল, কারণ জীবিকার মধ্যে এমন শ্রেণীবিন্যাসের সুযোগ নেই যে, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ফরজ গণ্য করা হবে।

এরপর তার দুটি ধরন হতে পারে: (১) জীবিকা অনুসন্ধান সকল মানুষের জন্য ফরজ, অথবা (২) কিছু লোকের উপর ফরজ। প্রথমটি ভ্রান্ত, কারণ নবিগণ ﷺ সাধারণ সময়ে জীবিকা অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকতেন না; একই কথা প্রথম সারির সকল সাহাবি ও তাদের পরবর্তী মহৎ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, আর তাদের ব্যাপারে এ ধারণা করা যায় না যে, তাঁরা সকলেই নিজেদের ফরজ দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন। দ্বিতীয়টিও বাতিল, কারণ মানুষের মধ্যে এমন বিভাজনের সুযোগ নেই যে—তাদের একদলের জন্য জীবিকা অনুসন্ধান ফরজ, আর অপর দলের জন্য তা ফরজ নয়।

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জীবিকা অনুসন্ধান মূলত ফরজ নয়। এর প্রমাণ—যদি মূলগত দিক দিয়ে এটি ফরজ হতো, তা হলে বেশি বেশি উপার্জন করা প্রসংশনীয় কাজ হিসেবে গণ্য হতো, অথবা এটি নফল ইবাদাতের পর্যায়ভুক্ত হতো; অথচ অধিক উপার্জন নিন্দনীয়, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ ﴿٢٠﴾

"ভালোভাবে জেনে রাখো—দুনিয়ার জীবন একটা খেলা, হাসি-তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং সন্তানসন্ততি ও অর্থ-সম্পদে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হচ্ছে—বৃষ্টি হয়ে গেল এবং তার ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারপর সে ফসল পেকে যায় এবং তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলদে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে, আখিরাত এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব, আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। দৌড়াও—এবং একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো—তোমার রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের মতো। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সে লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।"

(সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২০–২১)

এ দিক দিয়ে জীবিকা অনুসন্ধান ও জ্ঞানান্বেষণের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, কারণ জ্ঞানান্বেষণ মূলত ফরজ, তাই অধিক পরিমাণে জ্ঞানার্জন একটি প্রশংসনীয় কাজ।'

প্রয়োজন অনুপাতে জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক হওয়ার দলিল ও বিরোধীদের সংশয় নিরসন

এ ব্যাপারে আমাদের অকাট্য দলিল হলো আল্লাহ তাআলার এই ফরমান:

أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"তোমাদের উপার্জিত পরিচ্ছন্ন জিনিসগুলো থেকে খরচ করো।"

(সূরা আল-বাকারাহ ২:২৬৭)

আদেশ বা অনুজ্ঞা দ্বারা মূলত বাধ্যবাধকতা বোঝায়। উপার্জনের পরেই কেবল উপার্জিত জিনিস থেকে খরচের কল্পনা করা যায়। আর যা ছাড়া ফরজ বাস্তবায়ন করা যায় না, তাও ফরজ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"সালাত শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে

পারো।"

(সূরা আল-জুমুআহ্ ৬২:১০)

আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান মানে জীবিকা অন্বেষণ। (এ আয়াতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।) আর আদেশ বা অনুজ্ঞা ব্যবহৃত হয় মূলত বাধ্যবাধকতা বোঝাতে।

যদি বলা হয়, মুজাহিদ ও মাকহূল থেকে তো বর্ণিত হয়েছে যে তারা বলেছেন, (এখানে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান দ্বারা) জ্ঞানান্বেষণকে বোঝানো হয়েছে, তখন আমরা বলি—আমরা যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি তা আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবি ﷺ বলেন,

طَلَبُ الْكَسْبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ الْفَرِيْضَةُ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

"ফরজ সালাতের পর জীবিকা অনুসন্ধান হলো ফরজের পর ফরজ।"[১]

এরপর নবি ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"সালাত শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"

(সূরা আল-জুমুআহ্ ৬২:১০)

সুতরাং মাকহূল ও মুজাহিদ ﷺ-এর ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে নবি ﷺ-এর এ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করা যাবে না।

আমরা যা উল্লেখ করেছি, বাহ্যিক দিক থেকেও এর সমর্থন মেলে। আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়ার পর বলা হয়েছে:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّـهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

"আর যে সময় তারা ব্যাবসা ও খেল-তামাশার উপকরণ দেখল, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে দৌড়ে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা খেল-তামাশা ও ব্যাবসার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ

---

[১] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ১০/ ৭৪; বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, ৬/ ১২৮; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২৯১। সনদে একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

রিযিকদাতা।"

(সূরা আল-জুমুআহ্ ৬২:১১)

নবি ﷺ খুতবা (ভাষণ) দেওয়ার সময় তারা সেদিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন। তাই তাদেরকে (সালাতের সময়) ওই কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং সালাত আদায় শেষে ওই কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

যদি বলা হয়, নিষেধাজ্ঞার পর আদেশ দেওয়া হলে তো ওই আদেশ দ্বারা বৈধতা বোঝায়, তখন আমরা বলব—আদেশ দ্বারা মূলত বাধ্যবাধকতা বোঝায়; যদি বৈধতা ও ছাড় বোঝানো উদ্দেশ্য হতো, তা হলে আল্লাহ বলতেন 'আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করলে তোমাদের কোনও সমস্যা হবে না', যেমনটি আল্লাহ তাআলা হাজ্জের সফর প্রসঙ্গে বলেছেন:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"(হাজ্জের সফরে) তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো, তাতে তোমাদের কোনও সমস্যা নেই।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৯৮)

এ বিষয়ে আরেকটি দলিল হলো, আল্লাহ তাআলা পরিবারের স্ত্রী, সন্তানাদি ও ইদ্দাহ্-পালনরত নারীদের পেছনে খরচ করার নির্দেশ দিয়েছেন; উপার্জন-প্রক্রিয়ায় সম্পদ অর্জনের পরেই কেবল তাদের পেছনে খরচ করা সম্ভব; আর যার মাধ্যমে আবশ্যক কর্ম সম্পাদন সম্ভব হয়ে ওঠে, সেটিও আবশ্যক হিসেবে গণ্য হয়।

বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করলেও এর অনুকূলে সমর্থন পাওয়া যায়, কারণ জগতের শৃঙ্খলা ও বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা উপার্জনের সঙ্গে জড়িত। এ জগতকে চূড়ান্ত ধ্বংসের আগ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা হলো আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত। আর তিনি (এ উদ্দেশ্যে) বান্দার উপার্জন-প্রচেষ্টাকে জগতের স্থিতি ও ব্যবস্থাপনার একটি কার্যকারণ বানিয়ে দিয়েছেন; উপার্জন-প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা মূলত বিশ্ব-ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর; আর (আল্লাহর আইনে) এ ধরনের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ।

যদি বলা হয়, বিশ্বের শৃঙ্খলা তো প্রাণীজগতের পারস্পরিক মিলনের সঙ্গে জড়িত, অথচ কেউ তো মিলনক্রিয়াকে বাধ্যতামূলক বলছে না! তখন আমরা বলব—হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা জগতের স্থিতিকে প্রাণীকূলের পারস্পরিক মিলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন, তবে তিনি তাদের প্রকৃতির ভেতর পরস্পরের প্রতি

আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন, আর এ আকর্ষণই তাদেরকে ওই কর্মের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে তারা যেন ওই মিলনক্রিয়া পরিত্যাগ না করে এ জন্য এটিকে তাদের উপর বাধ্যতামূলক করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ প্রকৃতিই তাদেরকে সেদিকে নিয়ে যাবে।

কিন্তু জীবিকা-অন্বেষার শুরুতে থাকে কষ্ট-ক্লেশ; বিশ্বব্যবস্থাপনার স্থিতিও এর সঙ্গে জড়িত। তাই মূলগত দিক দিয়ে জীবিকা-অন্বেষাকে ফরজ করা না হলে, সকল মানুষই এ কাজ পরিত্যাগ করবে, কারণ তাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু নেই, যা তাদেরকে কষ্ট-ক্লেশের দিকে নিয়ে যাবে। ফলে ইসলামি আইন মূলগত দিক দিয়ে জীবিকা-অন্বেষাকে ফরজ করে দিয়েছে, যাতে মানুষ সম্মিলিতভাবে এ কাজ পরিত্যাগ না করে। আর এর মাধ্যমে (বিশ্বব্যবস্থাপনাকে ঠিক রাখার) কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়।

কার্‌রামিয়্যা সম্প্রদায় যেসব বিভাজন উল্লেখ করেছে, সেসবের ভ্রান্তি ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ-এর একটি কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়; তিনি বলেছেন—'জীবিকা-অন্বেষা ফরজ, ঠিক যেমন জ্ঞানার্জন ফরজ'। কারণ এ (রকমারি) বিভাজন জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; অথচ তা সত্ত্বেও সবাই একমত যে, জ্ঞানার্জন মূলগত দিক দিয়ে ফরজ। জীবিকা-অন্বেষার বিষয়টিও একই পর্যায়ের।

'জীবিকা-অন্বেষা ফরজ' বলতে আমরা শুধু ততটুকু বুঝিয়েছি, যতটুকুর সঙ্গে বিশ্বব্যবস্থাপনার স্থিতি জড়িত। পারস্পরিক অহঙ্কার প্রকাশ ও অধিক ঐশ্বর্যশালী হওয়ার লক্ষ্যে বেশি বেশি জীবিকা উপার্জনের সঙ্গে বিশ্বব্যবস্থাপনার স্থিতির কোনও সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাআলা এ ধরনের প্রতিযোগিতাকে নিন্দনীয় আখ্যায়িত করে বলেন:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

"ভালোভাবে জেনে রাখো—দুনিয়ার জীবন একটা খেলা, হাসি তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং সন্তানসন্ততি ও অর্থ-সম্পদে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

(সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২০)

কোনটি উত্তম: জীবিকা-অন্বেষায় ব্যস্ততা, নাকি উপাসনার জন্য অবসর?

এর উপর ভিত্তি করে আরেকটি প্রশ্ন সামনে আসে; আর তা হলো, যেটুকু জীবিকা একেবারে না হলেই নয়, ততটুকু উপার্জন করার পর কোনটি উত্তম—উপার্জনে